দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 JUN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

ইউনিসেফ রিপোর্ট '৯৬

মঙ্গলবার ইউনিসেফের 'দেশসমূহের অগ্রগতি ১৯৯৬' শীর্ষক বার্ষিক রিপোর্ট বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে একযোগে প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে বাংলাদেশের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রসূতি ও ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের মৃত্যুহার কমানো এবং লবণ আয়োডিনযুক্ত করার ক্ষেত্রে সাফল্যের উল্লেখ আছে। তার অর্থ এ নয় যে শিশু ও প্রসূতির স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমস্যা তেমন নেই।

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের তুলনায় সম্ভবত সমস্যার সংখ্যা বেশ বেশী। ইচ্ছা এবং প্রয়োজন থাকলেও সব সমস্যার একসঙ্গে এবং জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব না হবারই কথা। তবে শিশুর অপুষ্টি ও মায়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা বাংলাদেশ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে। টিকাদান কর্মসূচীতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং এ ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন বাংলাদেশের আন্তরিক প্রয়াসের পরিচয় বহন করে। টিকাদান কর্মসূচীর সাফল্যের ফলে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এ কথা সত্যি। তবে অপুষ্টি দূর করার কর্মসূচীতে সাফল্য-অর্জন কঠিনতর প্রক্রিয়া হতে পারে। টিকাদানের মাধ্যমে পোলিও, হুপিংকফ ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিনামূল্যে বিতরণ করে অন্ধত্ব নিবারণের উদ্যোগও নেয়া যায়। কিন্তু স্থায়ীভাবে অপুষ্টি দূর করার জন্য এরকম কোন টিকা বা বটিকা নেই। বিষয়টাকে অনেকেই দারিদ্র্য দূর করার সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন। দারিদ্র্য দূর হলেই অপুষ্টি দূর হতে পারে। তবে বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূর করার কর্মসূচীতেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অদূর-ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিশুরা দারিদ্র্য ও অপুষ্টি থেকে মুক্তি পাবে, এ বিষয়ে আমরা আস্থাশীল।

এ ক্ষেত্রে পুষ্টিবিষয়ক সচেতনতাও প্রয়োজন, এ কথা এখন সবাই জানেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রচারও আছে। মোটামুটি সস্তা ও পুষ্টিকর খাদ্য কিভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব, সে বিষয়ে ধারণা এখন অনেকেরই আছে। শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা আরও ব্যাপক হওয়া দরকার। বাংলাদেশে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার একদিন শূন্যের কোটায় নেমে আসবে, এ আশা আমরা করছি। এই সঙ্গে অপুষ্টিও বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হবে—এই হোক আমাদের লক্ষ্য।

SHEET ___ OF ___ SHEETS